আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

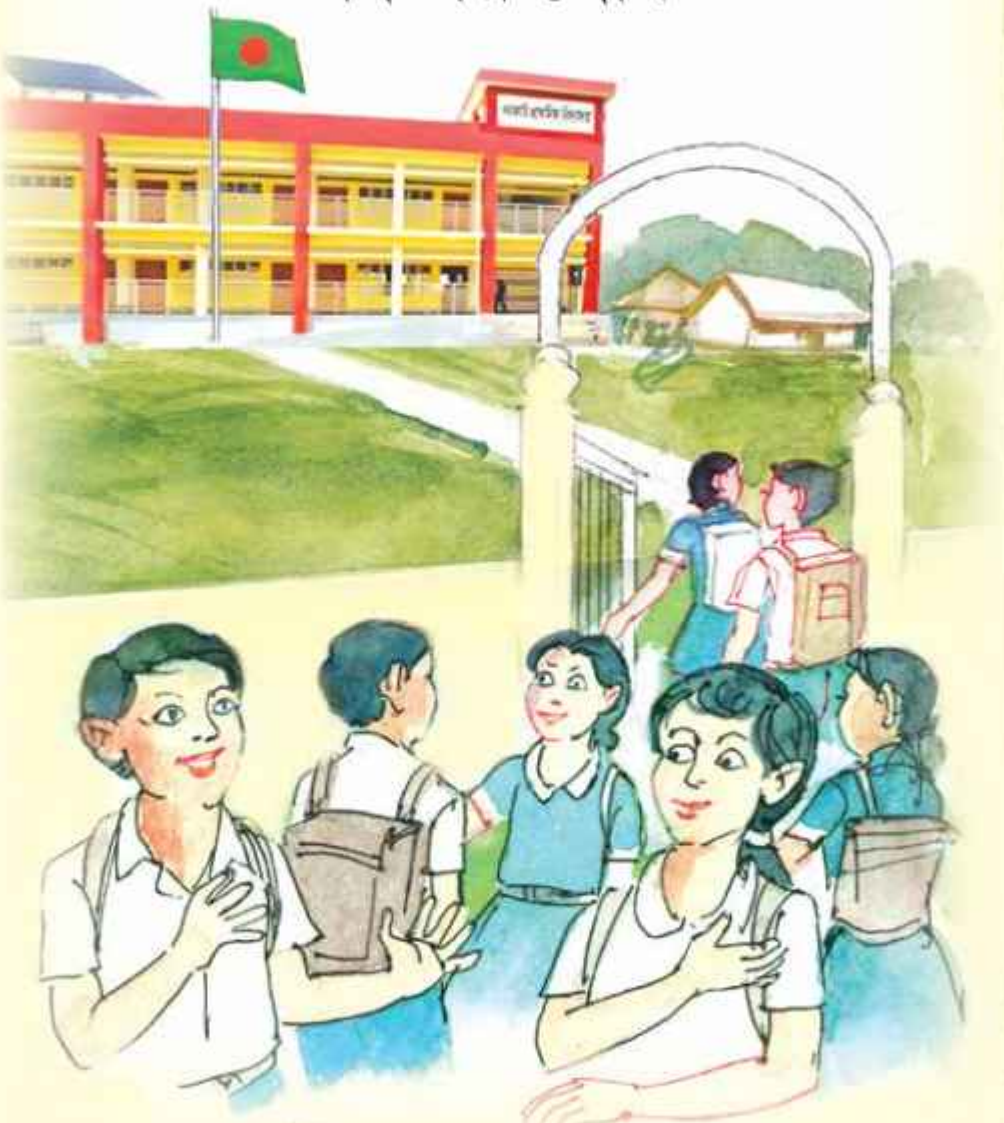

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ সংকলন ও রচনা
অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান
অধ্যাপক ড. সুমন সাজ্জাদ
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
খুরশীদা আক্তার জাহান
মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির

শিল্প নির্দেশনা ও অঙ্কন
হাশেম খান

পরিমার্জিত সংস্করণের চিত্র
জয়ন্ত সরকার জন

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রথম কয়েকটি পাঠে প্রথম শ্রেণিতে শেখা ভাষার ভিত্তিমূলক মৌলিক জ্ঞানের পুনর্পাঠ রাখা হয়েছে। দুইটি পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাঠের চরিত্রগুলোর কিছু নাম নতুন শ্রেণিতেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যাতে পরিচিত চরিত্রগুলোর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কাজটি সহজ হয়। আশা করা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত্তি মজবুত হবে এবং তা পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধীজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্যে, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পাঠ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আমার পরিচয়	১
২	স্কুলে কেমন লাগছে	৩
৩	আমার বাড়ি আমার কাজ	৬
৪	ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী	৭
৫	আবার পড়ি বর্ণমালা	১২
৬	আয় দেখে যা নাচ	১৫
৭	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ বানাই	১৬
৮	সিংহ আর ইঁদুরের গল্প	১৮
৯	দেখে বুঝে কাজ করি	২০
১০	যুক্তবর্ণ শিখি	২১
১১	একুশের গান	২২
১২	ফলাচিহ্ন শিখি	২৩
১৩	রেফ চিনি	২৭
১৪	নানা রকম লেখা	২৮
১৫	কাজের আনন্দ	৩০
১৬	বাক্য লিখি	৩৩
১৭	রাজুর আঁকা ছবি	৩৪
১৮	গ্রাম ও শহর	৩৫
১৯	প্রজাপতি	৩৮
২০	বিড়াল ছানা	৪০
২১	ছয় ঋতু	৪৩
২২	নববর্ষ	৪৮
২৩	আমাদের ছোটো নদী	৫০
২৪	নিজের মতো লিখি	৫২
২৫	সবাই মিলে কাজ করি	৫৪
২৬	মুক্তিসেনা	৫৬
২৭	দুখু মিয়ার জীবন	৫৮
২৮	স্কুলের মাঠে	৬০
২৯	বাক্য নিয়ে খেলা	৬২

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১

আমার পরিচয়

শুনি

বিদ্যালয় খুলেছে। আজ আমাদের নতুন ক্লাস শুরু। আবার বন্ধুদের সাথে দেখা হবে।

কী মজা, তাই না? নতুন বন্ধুরাও এসে গেছে।

চলো, এবার যার যার পরিচয় বলি।

বলি

আমার নাম।

আমার বয়স।

আমি যে শ্রেণিতে পড়ি।

আমার বিদ্যালয়ের নাম।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

খেলি

বন্ধুরা মিলে এবার একটা খেলা খেলি। নাম বলার খেলা। গোল হয়ে দাঁড়াই।

হাতে একটা বল নিই। নিজের নাম বলি। এরপর যে কোনো একজন বন্ধুর নাম বলি। ওই বন্ধুর হাতে বলটা দিই।

বল হাতে নিয়ে বন্ধু তার নিজের নাম বলবে। একই সাথে আরো একজন বন্ধুর নাম বলবে। যার নাম বলবে, তার হতে বলটা দেবে।

এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

বলি

তোমার হাতে কী বই?

বইয়ের উপর কী লেখা?

বইটি দেখতে কেমন?

পাঠ ২

স্কুলে কেমন লাগছে

বলি

স্কুলে এসে তোমার কেমন লাগছে?

আনন্দ

অবাক

দুঃখ

মজা

অনেক খুশি লাগছে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

বলি

কে কী করতে পছন্দ করি।

বলি

তুমি কী কী করতে পছন্দ করো?
তোমার বন্ধুরা কে কী করতে পছন্দ করে?

বন্ধুদের কথা শুনি

তিথি : আমি তিথি। তুমি?
ঝিমিত: আমি ঝিমিত।
তিথি : আর তুমি?
রাজু : আমি রাজু।
তিথি : ওর নাম মিতু। ভালো গান গায়।
মিতু : জানো, বিদ্যালয়ে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হবে ?
রাজু : গান আর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাও হবে।
তিথি : আমি দড়ি লাফ দেব। তুমি?
ঝিমিত: আমি ছবি আঁকব। পাহাড়ের ছবি।
মিতু : আমি একটা দেশের গান গাইব।
রাজু : আমি ছড়া বলব।
তিথি : দারুণ, খুব ভালো হবে।
মিতু : ওই যে ঘণ্টা পড়ল। চলো, ক্লাসে যাই।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৩

আমার বাড়ি আমার কাজ

শুনি

মা : আজ অনেক কাজ করতে হবে।
তুলি : কী কাজ, মা?
মা : ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করতে হবে। কাপড় গোছাতে হবে।
তপু : আমিও কাজ করব।
বাবা : আজ তো বাজারেও যেতে হবে।
তপু : আমি তাহলে বাবার সাথে বাজারে যাই।
তুলি : আমি তবে মার সাথে কাজ করি।
বাবা : কী করবে?
তুলি : ঘর পরিষ্কার করব। কাপড় গোছাব।
মা : ঠিক আছে। সবাই মিলে কাজ করব।
বাবা : মিলেমিশে করলে কাজ সহজ হয়।

বলি

মা কী কী কাজের কথা বললেন?
তুলি কী কাজ করবে?
তপু কী কাজ করতে চাইল?
এ পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম?

ঠিকভাবে বলি

আমি	ভাত	খাই/খাও/খায়।
তুমি	বই	পড়ি/পড়ো/পড়ে।
সে	বল	খেলি/খেলো/খেলে।
তুলি	বাজারে	যাই/যাও/যায়।
বাবা	কাজ	করি/করো/করেন।

পাঠ ৪

ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী

এক ছিল রাজপুত্র।
তার নাম ডালিমকুমার।

তার ছিল এক পঙ্খিরাজ ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে সে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত।

একবার ঘুরতে ঘুরতে অচিনপুরে চলে এলো। তার অনেক ক্লান্ত লাগল। সে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল।

ওই গাছে থাকত ব্যাঙ্গামা আর ব্যাঙ্গামি। তারা কথা বলছিল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ডালিমকুমারের ঘুম ভেঙে গেল।

রাক্ষসপুরী অনেক দূরে। সাত সাগর তেরো নদীর ওপারে।

ডালিমকুমার সাত সাগর তেরো নদী পার হলো।

তারপর রাক্ষসপুরীতে পৌঁছাল।

তখন রাজকন্যা কঙ্কাবতী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না।

ডালিমকুমার দেখতে পেল কঙ্কাবতীর মাথার কাছে রুপার কাঠি। আর পায়ের কাছে সোনার কাঠি।

তখন ডালিমকুমার মাথার কাছে সোনার কাঠি নিয়ে এলো। আর পায়ের কাছে নিয়ে এলো রুপার কাঠি।

অমনি কঙ্কাবতী জেগে উঠল।

ঠিক তখনি রাক্ষস ঘরে ঢুকল।

সাথে সাথে ডালিমকুমার তরবারি বের করল।

কঙ্কাবতী বলল, রাক্ষসের প্রাণ আছে একটা টিনের কৌটার ভেতরে।

ডালিমকুমার জানে না সেই কৌটা কোথায়।

কঙ্কাবতীর ছিল অনেক সাহস।

সে তখন পালঙ্কের নিচ থেকে একটা কৌটা বের করল।

কৌটা খুলতেই বেরিয়ে এলো একটা ভ্রমর। তখন কঙ্কাবতী তরবারি দিয়ে দিয়ে ভ্রমরটাকে কেটে ফেলল।

তারপর?
তারপর ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী বেরিয়ে এলো রাক্ষসপুরী থেকে।

পাঠ ৫

আবার পড়ি বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

খালি ঘরে বর্ণ বসাই

অ		ই	ঈ
	ঊ	ঋ	
এ	ঐ		ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ	ঁ		

খালি ঘরে বর্ণ বসাই

ক		গ	ঘ	
	ছ		ঝ	ঞ
ট	ঠ		ঢ	
ত		দ		ন
	ফ		ভ	ম
	র	ল		
শ		স	হ	
	ড়		ৎ	
ং		ঁ		

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৬

শুনি ও বলি

আয় দেখে যা নাচ

সুফিয়া কামাল

গাঙের পানি ছলছলায়
খোকন সোনা কলকলায়
গাঙের ইলিশ মাছ –
বলে ডেকে, খোকন মণি
আয় দেখে যা নাচ।

ছড়াটি বলি।
ছড়াটিতে কোন মাছের কথা বলা হয়েছে?
গাঙ মানে কী?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ৭

কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ বানাই

কার যোগ করি

ক	া	কা
	ি	
	ী	
	ু	

ক	ৃ	
	ে	
	ৈ	
	ো	

কার যোগ করে শব্দ বানাই

ক	ক	
ত	ণ	

কার যোগ করি

ন	ো	নো
	ৌ	
	ি	
	ু	

ম	ে	
	ৈ	
	ো	
	ৌ	

কার যোগ করে শব্দ বানাই

ন	ল	ক	
ম	ম	ছ	

পাঠ ৮

সিংহ আর ইঁদুরের গল্প

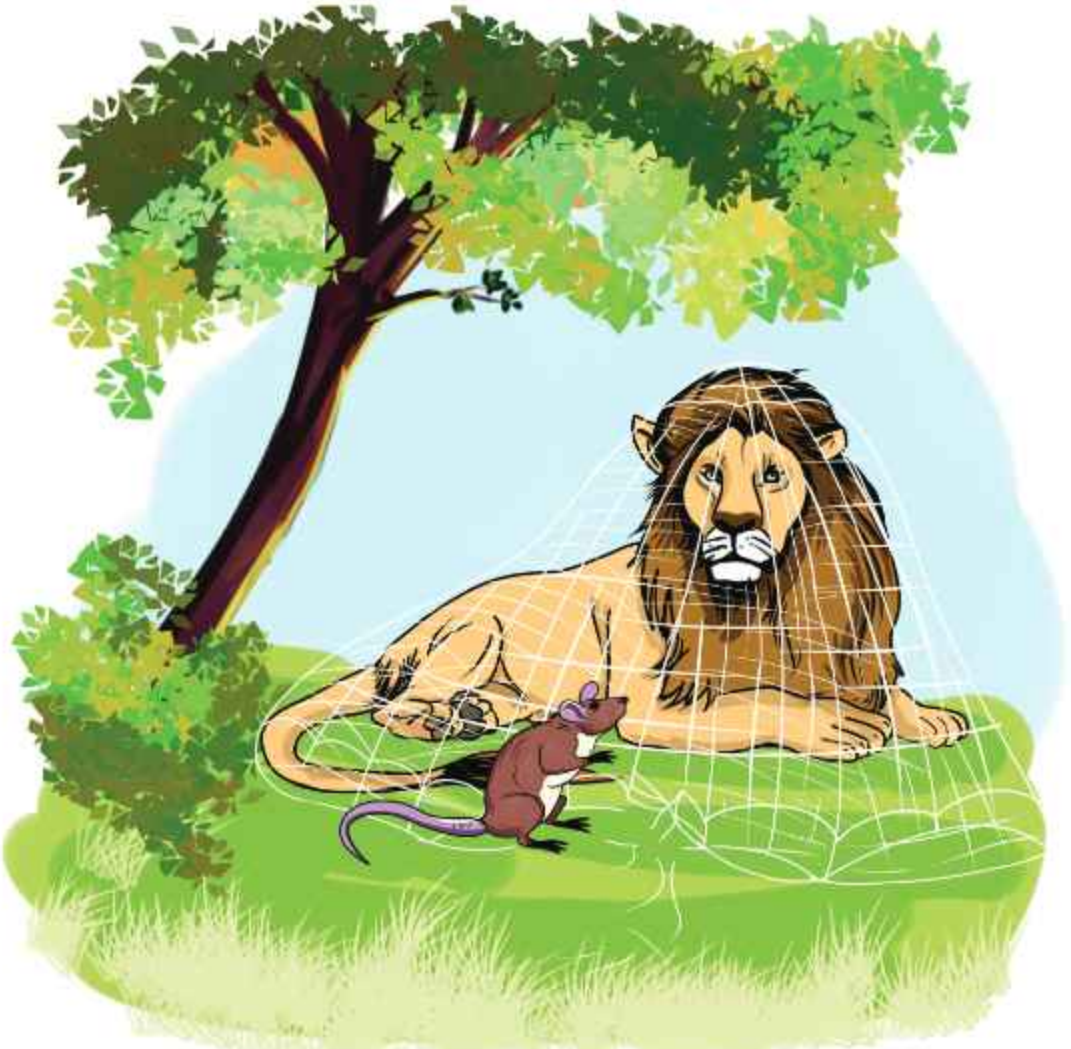

এক বনে এক বড়ো সিংহ বাস করত। একদিন সে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর ঘুম। তখন তার পাশে একটি ছোটো ইঁদুর খেলা করছিল। খেলা করতে করতে সে সিংহের নাকের ভিতর ঢুকে গেল। সাথে সাথে সিংহের ঘুম ভেঙে গেল। সে খুব রেগে গেল। তারপর থাবা দিয়ে খপ করে ইঁদুরটাকে ধরে ফেলল।

সিংহ বলল, আমি হলাম বনের রাজা। তোর এত বড়ো সাহস, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিস! এখনি তোকে মেরে ফেলব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ইঁদুরটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, মহারাজ, আমার ভুল হয়েছে। আমি ছোটো। আমাকে মারবেন না। একদিন আমি আপনার উপকারও করতে পারি।

এই কথা শুনে সিংহটি হাসতে হাসতে বলল, তুই এত পুচকে জীব! তুই আমার কী উপকার করবি?

এই বলে সে ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিল।

এরপর অনেকদিন চলে গেছে। একদিন ইঁদুরটি অনেক জোরে জোরে গর্জন শুনতে পেল। সে ভাবল, নিশ্চয়ই সিংহটা কোনো বিপদে পড়েছে। সে ছুটতে ছুটতে সেখানে গেল। গিয়ে দেখল, সিংহটি একটা ফাঁদে আটকা পড়েছে।

সে সিংহকে বলল, মহারাজ ভয় পাবেন না। আমি এখনই ফাঁদ কেটে দিচ্ছি।

এই বলে সে ফাঁদের দড়িগুলো কুট কুট করে কেটে দিল। আর সাথে সাথে সিংহটি মুক্তি পেল।

মুক্তি পেয়ে সিংহটি খুব খুশি হলো। সে ইঁদুরটাকে বলল, ছোটোরাও অনেক বড়ো উপকার করতে পারে।

এরপর সিংহ আর ইঁদুর দুজনে খুব বন্ধু হলো।

বলি

১. সিংহের ঘুম ভেঙে গেল কেন?

২. বনের রাজা কে?

৩. কে ফাঁদে আটকা পড়েছিল?

৪. সিংহকে কে বাঁচাল?

৫. ইঁদুর কীভাবে সিংহকে বাঁচাল?

পাঠ ৯

দেখে বুঝে কাজ করি

ঝুড়িতে ময়লা ফেলি।

টয়লেট ব্যবহার করি।

হাত ধুই। পরিচ্ছন্ন থাকি।

জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হই।

মিলেমিশে থাকি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১০

যুক্তবর্ণ শিখি

ফাল্গুনে অনেক ফুল ফোটে।	ফাল্গুন	ল্গ	ল + গ
স্কুল খুলেছে।	স্কুল	স্ক	স + ক
রাজু ও মিতু বন্ধু।	বন্ধু	ন্ধ	ন + ধ
তিথি খেলতে পছন্দ করে।	পছন্দ	ন্দ	ন + দ
ছুটির ঘণ্টা বাজল।	ঘণ্টা	ণ্ট	ণ + ট
রাস্তায় অনেক গাড়ি।	রাস্তা	স্ত	স + ত
সবাই মিলে রান্না করি।	রান্না	ন্ন	ন + ন
বাগান পরিষ্কার করি।	পরিষ্কার	ষ্ক	ষ + ক

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১১

একুশের গান

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

বলি

১. এ গান আমরা কখন গাই?

২. গানটি আমরা কাদের স্মরণে গাই?

৩. গানটি সুর করে গাওয়ার চেষ্টা করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১২

ফলাচিহ্ন শিখি

ব-ফলা	ব

স্ব দ্ব ত্ব

পড়ি

স্বাধীন – আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ।

দ্বিতীয় – আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি।

বন্ধুত্ব – এসো বন্ধুত্ব করি।

পড়ি ও লিখি

স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব
স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব
স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

ম-ফলা	্ম

স্ম	দ্ম	ত্ম

পড়ি

স্মরণ – বীর শহিদদের স্মরণ করি।

পদ্মা – পদ্মা একটি বড়ো নদী।

আত্মীয় – আত্মীয় এসেছে। বসতে দিই।

পড়ি ও লিখি

স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়
স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়
স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

য-ফলা | ্য

ব্য	ন্য	ত্য

পড়ি

ব্যয় – আয় বুঝে ব্যয় করি।

ধন্যবাদ – তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

সত্য – সত্য কথা বলি।

পড়ি ও লিখি

ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য
ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য
ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

র-ফলা	্র

শ্র	ম্র	দ্র

পড়ি

শ্রম – শ্রম বৃথা যায় না।

নম্র – নম্র থাকি।

ভদ্র – ভদ্র হয়ে চলি।

পড়ি ও লিখি

শ্রম	নম্র	ভদ্র
শ্রম	নম্র	ভদ্র
শ্রম	নম্র	ভদ্র

পাঠ ১৩

রেফ চিনি

রেফ	ˊ

রেফ বর্ণের উপরে বসে।

র্চ	র্ণ	র্য

পড়ি

মার্চ মাস।	মার্চ	র্চ	র + চ
বর্ণ লিখি।	বর্ণ	র্ণ	র + ণ
সূর্য ওঠে।	সূর্য	র্য	র + য

পড়ি ও লিখি

মার্চ	বর্ণ	সূর্য
মার্চ	বর্ণ	সূর্য
মার্চ	বর্ণ	সূর্য

পাঠ ১৪

নানা রকম লেখা

রাস্তায় নানা ধরনের লেখা থাকে। ঝিমিত সেগুলো পড়ে খুব মজা পায়।

হাতের লেখা নানা রকম হয়। কেউ লেখে বাঁকা করে। কারো লেখা গোল গোল। ঝিমিত সুন্দর করে লেখে।

ঝিমিত দেখেছে, কম্পিউটারে লেখা যায়। বাবা মোবাইলে লিখতে পারেন। মোবাইলে পড়া যায়। মা খবর পড়েন।

টিভির পর্দায় কত রকম লেখা দেখা যায়। একদিন ঝিমিত টিভির পর্দায় আমার সোনার বাংলা লেখা দেখল।

স্কুলের পাশের দোকানের নাম মামার দোকান। ঝিমিত হাতে লেখা সাইন বোর্ডটা পড়ে। বেশ মজার নাম, তাই না?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পড়ি ও লিখি

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

সত্য কথা বলি, নম্র হয়ে চলি।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

[illegible]
[illegible]

বলি

হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কী করব?

পাঠ ১৫

কাজের আনন্দ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।

ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

ছোটো পাখি, ছোটো পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও, বলে যাও শুনি।

এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।

শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

শব্দ শিখি

আহরণ – সংগ্রহ করা। তৃণলতা – ঘাস ও লতা। বুনি – বানাই। সঞ্চয় – জমা। খাদ্য – খাবার।

অভিনয় করে কবিতাটি আবৃত্তি করি

ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

১. মৌমাছি _____ আহরণ করে।
২. ছেলেমেয়েরা _____ যাচ্ছে।
৩. শালিকগুলো _____ করছে।
৪. গাছের মধ্যে _____ বাসা।
৫. _____ দল বেঁধে চলে।

কিচির মিচির
মধু
পিপীলিকা
নেচে নেচে
পাখির

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

দাগ টেনে মিল করি

ছোটো পাখি

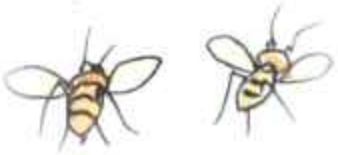

পিপীলিকা

কৃষক

মৌমাছি

মাঝি

বলি

১. মৌমাছি কেন বনে যায়?

২. ছোটো পাখি কীভাবে ডাকে?

৩. ছোটো পাখি তৃণলতা দিয়ে কী বানাবে?

৪. পিপীলিকা কীভাবে চলে?

৫. কে শীতের সঞ্চয় খুঁজছে?

পাঠ ১৬

বাক্য লিখি

পড়ি

দাও	মা, ভাত দাও।
খাও	বাবা, দুধ খাও।
দিন	আমাকে বই দিন।

লিখি

দাও	আমাকে কলম দাও।
খাও	_____
দিন	_____

পড়ি

কী	তোমার নাম কী?
কে	তিনি কে?
কখন	কখন এসেছেন?

লিখি

কী	তুমি কী খাবে?
কে	_____
কখন	_____

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৭

রাজুর আঁকা ছবি

রাজু একটি ছবি এঁকেছে। দেখি ছবিতে সে কী কী এঁকেছে।

রাজুর আঁকা ছবি দেখে বাক্য লিখি

১. পাখি উড়ছে।

২. _____

৩. _____

৪. _____

৫. _____

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৮

গ্রাম ও শহর

আমিন গ্রামে থাকে। শহরে এসে সে অবাক হয়ে গেল। শহরে এত গাড়ি, আর এত মানুষ! চারদিকে কত রকমের দোকান। সেখানে কত কিছু যে রয়েছে!

আমিন এসেছে ওর ফুপুর বাড়ি। আমিনের ফুপু বড়ো একটা দালানে থাকেন। সেই দালানে আরো অনেক পরিবার থাকে।

আমিনের ফুপাতো বোন তিথি। আমিন আর তিথিকে নিয়ে ফুপু একদিন চিড়িয়াখানায় গেলেন। আমিন সেখানে বাঘ, হরিণ, জিরাফ দেখল। আরেক দিন তাদের নিয়ে ফুপু শিশুপার্কে গেলেন। শিশুপার্কে ঘুরতে আমিনের অনেক ভালো লাগল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

এর কয়েক মাস পরের ঘটনা। তিথি মার সাথে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। তিথির মামা গ্রামে থাকেন। তাঁদের বাড়ির পাশে পুকুর। সেখানে হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরে বেড়ায়। দেখে তিথির আনন্দ হয়।

তিথির মামাতো ভাই আমিন। আমিন তিথিকে নিয়ে কুমোরপাড়ায় যায়। কুমোর মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল ও পুতুল বানায়। তিথি মাটি দিয়ে হাঁড়ি বানানোর চেষ্টা করে।

গ্রামে কত গাছ! গাছে গাছে কত পাখি! রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত। সেখানে চাষি চাষ করে। গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে।

আমিনদের গ্রাম এক রকম। তিথিদের শহর আরেক রকম।

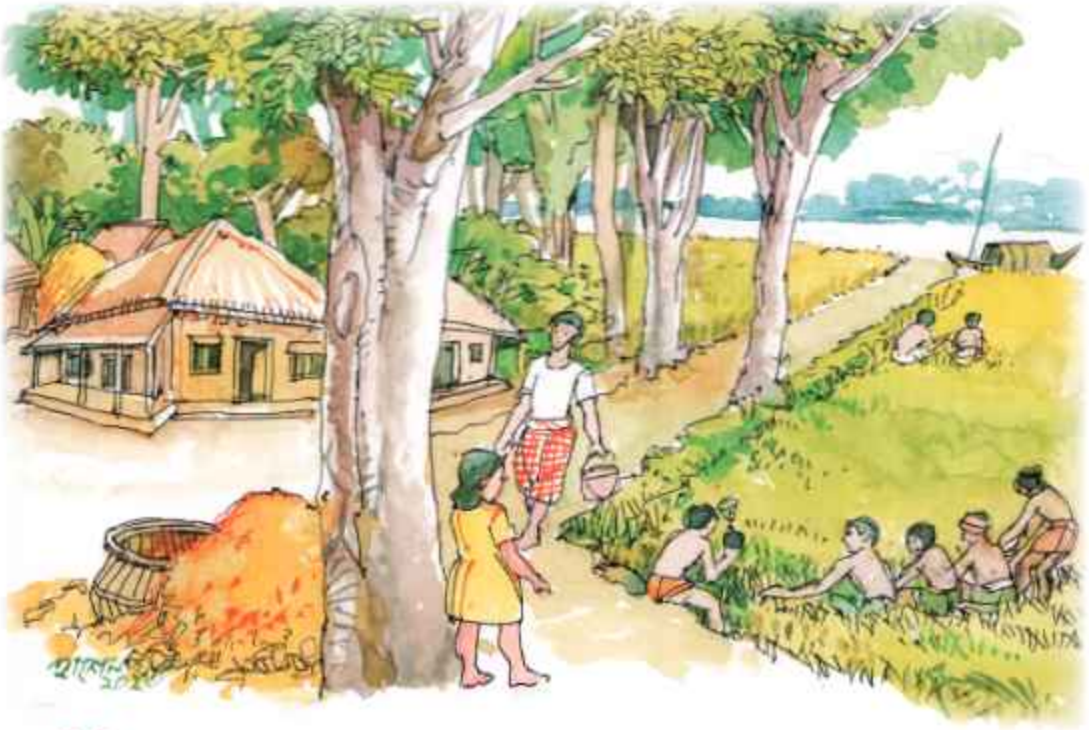

শব্দ শিখি

চিড়িয়াখানা – যেখানে দেখানোর জন্য পশুপাখি রাখা হয়। শিশুপার্ক – শিশুদের বিনোদনের জায়গা। কুমোর – যারা মাটি দিয়ে জিনিস বানায়। চাষি – যারা চাষ করে।

বাক্য লিখি

শহর _____

দালান _____

পুকুর _____

মাটি _____

নিচের শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

প্যাঁক প্যাঁক, গ্রামে, পুকুর, মাস, আনন্দ, সাথে

এর কয়েক _____ পরের ঘটনা। তিথি মার _____ মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। তিথির মামা _____ থাকেন। তাঁদের বাড়ির পাশে _____। সেখানে হাঁস _____ করে ঘুরে বেড়ায়। দেখে তিথির _____ হয়।

বলি ও লিখি

১. আমিন শহরের কী কী দেখে অবাক হয়েছে?

২. তিথির কেন গ্রাম ভালো লাগে?

৩. গ্রাম ও শহরের মিল অমিল বলি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ১৯

প্রজাপতি

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই!
এমন রঙিন পাখা!
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে এমন রঙিন পাখা!

তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও,
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও, মধু দাও,
দাও পাখা দাও সোনালি-রুপালি পরাগ-মাখা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা ॥

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

পাখা – ডানা। সোনালি – সোনার মতো রং। পরাগ – ফুলের রেণু।

ডান পাশ থেকে শব্দ এনে খালি জায়গায় বসাই

১. বুমি _____ লাল জামা পরেছে।

২. ফুলে ফুলে _____ উড়ছে।

৩. _____ কত রঙের ফুল ফুটেছে।

বনে
প্রজাপতি
টুকটুকে

দাগ টেনে মিল করি

টুকটুকে	পাখা
টুলটুলে	লাল
রঙিন	বন-ফুল

বলি ও লিখি

১. প্রজাপতির পাখা কেমন?

২. প্রজাপতি কোথা থেকে মধু খায়?

৩. কবি প্রজাপতির কাছ থেকে কী কী চেয়েছেন?

মিলিয়ে মিলিয়ে শব্দ লিখি

আঁকাবাঁকা ফাঁকা ফাঁকা

ফুলে ফুলে _____

বনে বনে _____

হেসে হেসে _____

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২০

বিড়াল ছানা

ঝিলি ও মিলি দুই বোন। দেখতে একই রকম। সবাই ডাকে ঝিলিমিলি। দুজনের দুটি বিড়াল। ঝিলির বিড়াল সাদা। মিলির বিড়াল কালো।

বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব। এক সাথে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্টুমি করে। ঝিলি-মিলি স্কুল থেকে ফিরলে দৌড়ে কোলে ওঠে। ওরা খেতে বসলে বিড়াল দুটি পাশে বসে। ঝিলি-মিলি মাছ খেতে দেয়। বাটিতে করে দুধ দেয়। বিড়াল দুটি মজা করে খায়।

একদিন হঠাৎ করে কালো বিড়ালটা উধাও। ঝিলি-মিলির ভীষণ মন খারাপ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও নেই। সাদা বিড়াল মন খারাপ করে বসে থাকে। মিলি কাঁদে। ভাবে, কোথায় হারিয়ে গেল বিড়ালটি?

দুদিন পর। সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ শোনা গেল, মিঁউ মিঁউ। ঝিলি-মিলি দৌড়ে এলো। দেখে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কালো বিড়ালটি। দুজন কী খুশি! সাদা বিড়ালও খুশিতে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এ কি! কালো বিড়াল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেন?

মিলি কোলে নিয়ে দেখে পায়ে ক্ষত। হয়তো কেউ মেরেছে। মা বললেন, এভাবে কেউ মারে! বাবা বললেন, চিন্তা কোরো না। আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

কয়েক দিন পর পা ঠিক হয়ে গেল। কালো বিড়াল আবার আগের মতো হাঁটে। দৌড়ে গিয়ে মিলির কোলে ওঠে। ঝিলি-মিলির পাশে বসে থাকে দুটি বিড়াল। মিলি গান গায় :

মিষ্টি বিড়াল ছানা
দুষ্টুমি তার মানা।
ঘরের ভেতর নাচে গায়,
তাই রে না না না না।

শব্দ শিখি

উধাও – হারিয়ে যাওয়া। ক্ষত – ঘা, আঘাতের দাগ।

বলি

১. গল্পের দুই বোনের নাম কী?

২. ঝিলি-মিলির মন খারাপ হয়েছিল কেন?

৩. কালো বিড়ালের কী হয়েছিল?

৪. কালো বিড়ালের পা কীভাবে ঠিক হলো?

৫. পশুপাখির সাথে আমরা কেমন আচরণ করব?

জেনে রাখি

কিছু পশুপাখি বাড়িতে থাকে। যেমন : গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি। এরা আমাদের অনেক কাজে লাগে। কী কী কাজে লাগে তা বলি।

টিক চিহ্ন দিই

কোন কোন পশু ও পাখিকে মানুষ বাড়িতে পালন করে?

হরিণ	
গোরু	
শিয়াল	
হাঁস	
কুকুর	
বাঘ	

লিখি

১. ঝিলি-মিলি বিড়াল দুটিকে কী খেতে দেয়?

২. মিলি কাঁদছিল কেন?

৩. কালো বিড়ালের পায়ে কে ওষুধ লাগিয়ে দিল?

সাজিয়ে লিখি

খুব দুটির বিড়াল বন্ধুত্ব। বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব।

ছিল দেশে এক রাখাল এক। _____

চাষ গ্রামে হয় ফসলের। _____

মার আমি যাব মেলায় সাথে। _____

হবে সাথে দেখা বন্ধুদের আবার। _____

পাঠ ২১

ছয় ঋতু

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাস নিয়ে এক ঋতু। একেক ঋতুর একেক রকম রূপ। ছয়টি ঋতুকে বলা হয় ষড়ঋতু।

গ্রীষ্ম

বছরের প্রথম দুই মাস বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময় খুব গরম পড়ে। খাল-বিল শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কালবৈশাখি ঝড় হয় । এ ঋতুতে আম, জাম, কাঁঠাল পাকে।

বর্ষা

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নিয়ে বর্ষা ঋতু। এ সময় আকাশে কালো মেঘ জমে। ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরে। খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। ব্যাঙ ডাকে। এ ঋতুতে কদম ও দোলনচাঁপা ফোটে ।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শরৎ

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে শরৎ ঋতু। এ ঋতুতে আকাশ নীল থাকে। আকাশে তুলার মতো সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় । নদীর ধারে কাশফুল ফোটে।

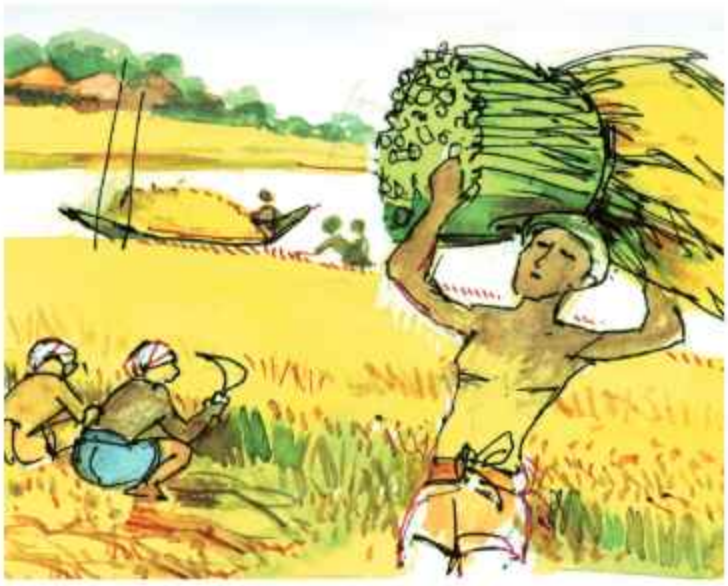

হেমন্ত

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে হেমন্ত ঋতু। মাঠে দোলে সোনালি পাকা ধান। এ ঋতুতে নবান্ন উৎসব হয়। তৈরি হয় মজার মজার পিঠা-পায়েস।

শীত

পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে শীত ঋতু। সকাল ভরে থাকে কুয়াশায়। শীত নামে। এ ঋতুতে পাওয়া যায় তাজা শাকসবজি। শীতে গাছের পাতা ঝরে।

বসন্ত

বছরের শেষ দুই মাস ফাল্গুন ও চৈত্র। এই দুই মাস নিয়ে বসন্ত ঋতু। প্রকৃতি তখন ফুলে ফুলে সাজে। কোকিল ডাকে। এ ঋতু সবচেয়ে রঙিন। তাই বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা।

শব্দ শিখি

ষড় – ছয়। কালবৈশাখি – বৈশাখ মাসের ঝড়। নবান্ন – পিঠা-পায়েস খাওয়ার উৎসব। কুয়াশা – বাতাসে ভাসা পানির কণা।

লিখি

কোনটি কোন ঋতু তা ছবির নিচে লিখি

মাস ও ঋতুর নাম লিখি

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মিলে হয় _____ ঋতু।

_____ ও _____ এই দুই মাস মিলে হয় বর্ষা ঋতু।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে হয় _____ ঋতু।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস মিলে হয় _____ ঋতু।

পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস মিলে হয় _____ ঋতু।

_____ ও _____ মাস মিলে হয় বসন্ত ঋতু।

বলি ও লিখি

১. কোন ঋতুতে কালবৈশাখি ঝড় হয়?

২. বর্ষাকালে কী কী ফুল ফোটে?

৩. কোন ঋতুতে কাশফুল ফোটে?

৪. হেমন্ত ঋতুতে কোন উৎসব হয়?

৫. গাছের পাতা ঝরে কোন ঋতুতে?

৬. বসন্ত ঋতুকে কেন ঋতুর রাজা বলা হয়?

আমার প্রিয় ঋতু নিয়ে তিনটি বাক্য লিখি

_____

_____

_____

_____ ।

তালিকা করি

মার কাছে শুনে নাম লিখি।

পিঠার নাম		সবজির নাম

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২২

নববর্ষ

বাংলা বছরের প্রথম মাস হলো বৈশাখ। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হলো পহেলা বৈশাখ। এদিন আমাদের নববর্ষ। নববর্ষে অনেক মেলা হয়, অনেক খেলাধুলা হয়, অনেক গানবাজনা হয়, শোভাযাত্রা হয়, অনেক মানুষ সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন অনেক মজা হয়। আমাদের খুব ভালো লাগে।

নববর্ষের সময় গ্রামের দোকানে হালখাতা হয়। সেদিন সুন্দর করে দোকান সাজানো হয়। হালখাতা হলো পুরনো বছরের সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়া। মিটিয়ে দিয়ে সবাই মিলে মিষ্টি-জিলাপি ইত্যাদি খাওয়া।

নববর্ষে নদী, হাওড় ও বিলে নৌকাবাইচ হয়। নৌকাবাইচ হলো নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা। নৌকার মাঝিরা নানা রঙের পোশাক পরে ঢোল বাজিয়ে নৌকা চালায়।

নববর্ষে গ্রাম ও শহরে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। অনেক রঙের ঘুড়ি আকাশে ওড়ে। দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

কোথাও ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা বা লাঠি খেলার আয়োজন হয়। অনেক মানুষ ভিড় করে খেলা দেখে।

নদীর ধারে, হাটবাজারের পাশে ও বড়ো গাছের নিচে মেলা বসে। সেখানে অনেক কিছু কিনতে পাওয়া যায়। মাটির তৈরি পুতুল, হাতি, ঘোড়া ও ফলমূল পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিস পাওয়া যায়। অনেক রকমের মিষ্টি ও খাবার পাওয়া যায়।

নববর্ষের মেলায় নাগরদোলা বসে। ছোটো-বড়ো সবাই নাগরদোলায় চড়ে। নাগরদোলায় চড়তে খুব মজা।

শব্দ শিখি

পহেলা – প্রথম। বর্ষ – বছর। নববর্ষ – নতুন বছর। হালখাতা – পুরোনো বছরের দেনা-পাওনা মেটানোর উৎসব। নৌকা বাইচ – নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা।

বলি ও লিখি

১. আমাদের নববর্ষ কোন দিন?

২. নববর্ষের দিনে সারা দেশে কী কী হয়?

মেলায় গিয়ে কী কী কিনতে চাই তার একটি তালিকা করি।

১.	২.	৩.
৪.	৫.	৬.

পাঠ ২৩

আমাদের ছোটো নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

হাঁটুজল – হাঁটু সমান পানি। ধার – তীর। ঢালু – নিচু। সেথা – সেখানে। ঝাঁক – দল। থেকে থেকে – একটু পরপর। হাঁক – ডাক।

শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই

নদী –

ছোটো –

বৈশাখ –

সাদা –

ঝাঁক –

কবিতাটি আবৃত্তি করি ও দেখে দেখে লিখি

বলি ও লিখি

১. কোন মাসে নদীতে হাঁটুজল থাকে?

২. শালিকের ঝাঁক কোথায় কিচিমিচি করে?

৩. কাশবন দেখতে কেমন?

পরের চরণ লিখি

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,

_____।

চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা,

_____।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৪

নিজের মতো লিখি

পড়ি

নীল ঘুড়ি লাল ঘুড়ি

উড়ে যায় আকাশে।

উড়ে উড়ে দূরে যায়

কোথা পেলো পাখা সে।

শব্দ বসাই

নীল ঘুড়ি উড়ে যায়।

উড়ে উড়ে দূরে _____। (যায়/খায়)

প্রজাপতির রঙিন পাখা।

নানা রঙের ছবি _____। (ডাকা/আঁকা)

নদীর বুকে নৌকা ভাসে।

আকাশ জুড়ে সূর্য _____। (আসে/হাসে)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পড়ি

পাখি দেখতে আমার ভালো লাগে। পাখি আকাশে ওড়ে। ঘুড়িও আকাশে ওড়ে। পাখি সুন্দর। ঘুড়িও সুন্দর। আমি যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম!

নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি

বই পড়তে আমার _____। বইয়ের ছবিগুলো_____।

বাবা, আমাকে বই কিনে _____। মা, এটা _____ বই?

আমি বইয়ের মতো ছবি _____।

নিজের ভালো লাগার কথা লিখি

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____।

পাঠ ২৫

সবাই মিলে কাজ করি

বহু দিন আগের কথা। মহানবি হজরত মুহম্মদ (স) তখন মদিনায় থাকতেন। তিনি একদিন খবর পেলেন, শত্রুরা মদিনায় হামলা করবে। তিনি সবাইকে ডাকলেন। বললেন, শহরের চারপাশে পরিখা খুঁড়তে হবে।

অনেকেই বলল, এ কাজে তো অনেক সময় লাগবে।

মহানবি (স) বললেন, সবাই মিলে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে করলে কোনো কাজই কঠিন নয়।

দশজন দশজন করে দল গড়া হলো। কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে ঠিক করা হলো। তারপর শুরু হয়ে গেল মাটি কাটার কাজ। মহানবি (স) দেখলেন, একটি দলে নয় জন কাজ করছে। তিনি বললেন, আমিও তোমাদের সাথে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

সবাই বলল, আপনি কেন এ কাজ করবেন?

নবিজি (স) বললেন, তোমরা কাজ করবে, আর আমি বসে থাকব?

তিনি নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে পরিখা খোঁড়া শেষ হলো। সবাই বুঝল, একসাথে করলে কাজ সহজ হয়।

শব্দ শিখি

মদিনা – আরবের একটি শহর। হামলা – আক্রমণ। পরিখা – খাল।

বিরাম চিহ্ন বসাই

বহু দিন আগের কথা ☐

সবাই বলল ☐ আপনি কেন এ কাজ করবেন ☐

সবাই বুঝল ☐ একসাথে করলে কাজ সহজ হয় ☐

সবাই মিলে করি

সপ্তাহে একদিন সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি।

পাঠ ২৬

মুক্তিসেনা

সুকুমার বড়ুয়া

ধন্য সবাই ধন্য
অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে
মাতৃভূমির জন্য।

ধরল যারা জীবন বাজি
হলেন যারা শহিদ গাজি
লোভের টানে হয়নি যারা
ভিনদেশিদের পণ্য।

দেশের তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শত্রু হাতে ঘায়েল করে
সব হানাদার সৈন্য –
ধন্য ওরাই ধন্য।

(অংশবিশেষ)

শব্দ শিখি

মুক্তিসেনা – মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্র – যুদ্ধ করার হাতিয়ার। মাতৃভূমি – স্বদেশ। জীবন বাজি – জীবনের মায়া না করা। শহিদ – দেশের জন্য যুদ্ধ করে যাঁরা জীবন দেন। গাজি – যুদ্ধ করে যাঁরা জয়ী হয়ে ফেরেন। ভিনদেশি – অন্য দেশের। পণ্য – কেনা যায় এমন জিনিস। ঘায়েল করা – পরাজিত করা। হানাদার – আক্রমণকারী।

বলি ও লিখি

১. অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করল কারা?

২. মুক্তিসেনারা কেন যুদ্ধ করল?

৩. কাদের শহিদ বলে?

৪. হানাদার কারা?

কবিতাটি বলি ও লিখি

পাঠ ২৭

দুখু মিয়ার জীবন

বাবা-মা আদর করে তাঁর নাম রেখেছিলেন দুখু মিয়া। দুখু মিয়ার জীবনে অনেক দুঃখ ছিল। আট বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তিনি তখন গ্রামের মক্তবে পড়াশোনা করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁকে নানা রকম কাজ করতে হয়।

তিনি খুব গান পছন্দ করতেন। তাঁর গ্রামে লেটো গানের দল ছিল। তারা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াত। তিনি তখন তাদের সাথে যোগ দেন। গান লেখেন আর সুর করেন। একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে আসানসোল শহরে চলে গেলেন। সেখানে রুটির দোকানে কাজ নিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বই পড়েন আর গান লেখেন। এক দারোগাসাহেব তাঁকে ময়মনসিংহ নিয়ে আসেন। আবার স্কুলে ভর্তি করে দেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁকে পাকিস্তানের করাচি শহরে পাঠানো হয়। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হতে থাকে।

তখন আমাদের দেশ ইংরেজরা শাসন করত। তারা এদেশের মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করত। তিনি ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিতা লেখেন। তাই তাঁকে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়। জেলখানায় বসেও তিনি অনেক কবিতা লেখেন, গান লেখেন। তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের কথা লেখেন। তিনি মুসলিমের কথা লেখেন, তিনি হিন্দুর কথা লেখেন, তিনি সবার কথা লেখেন। তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে ২৫শে মে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাঁকে এদেশে আনা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একটা গান লিখেছিলেন: মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। প্রতিদিন অনেক মানুষ তাঁর কবর দেখতে আসেন।

বলি

১. দুখু মিয়া কার নাম ছিল?

২. দুখু মিয়াকে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয় কেন?

৩. দুখু মিয়া গান ও কবিতায় কাদের কথা লিখেছেন?

৪. আমাদের জাতীয় কবির নাম কী?

পাঠ ২৮

স্কুলের মাঠে

স্কুলে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হবে। সবাই খেলার মাঠে জড়ো হলো। তিথি খুব খুশি। তার খেলতে ভালো লাগে। শিক্ষক বললেন, চলো কিছু খেলার সাথে পরিচিতি হই।

দৌড়

দড়ি লাফ

দীর্ঘ লাফ

মোরগ লড়াই

বিস্কুট দৌড়

বল নিক্ষেপ

শিক্ষক বললেন, এবার নিচের ছকটি দেখো। খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য ছকটি পূরণ করো।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
প্রতিযোগীর নাম	
শ্রেণি	
শাখা	
রোল	
কোন কোন খেলায় অংশ নিতে চাও?	টিক চিহ্ন দাও ☐ দৌড় ☐ মোরগ লড়াই ☐ দড়ি লাফ ☐ বিস্কুট দৌড় ☐ দীর্ঘ লাফ ☐ বল নিক্ষেপ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

পাঠ ২৯

বাক্য নিয়ে খেলা

নদী শব্দটি দিয়ে ঝিমিত একটি বাক্য বলল। বাক্যটি হলো – নদীর কূলে নৌকা ভাসে। ঝিমিত এরপর মিলিকে বলল, নৌকা দিয়ে একটি বাক্য বলো।

মিলি বলল, নৌকায় করে বাড়িতে যাই। তারপর মিলি বাড়ি দিয়ে রাফিকে একটি বাক্য বলতে বলল।

রাফি বলল, বাড়িটা অনেক পুরোনো। রাফি এবার তিথিকে পুরোনো শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে বলল।

ঝিমিতদের মতো করে আমরাও খেলাটি চালিয়ে যেতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
আ	
আহরণ	জোগাড়
আঁখি	চোখ
ক	
কালবৈশাখি	বৈশাখ মাসের ঝড়
কুয়াশা	বাতাসে ভাসা পানির কণা
খ	
খাদ্য	খাবার
খোঁড়া	গর্ত করা
গ	
গোলাঘর	যে ঘরে ফসল রাখা হয়
চ	
চিড়িয়াখানা	যেখানে দেখানোর জন্য পশুপাখি রাখা হয়
ছ	
ছানা	বাচ্চা
জ	
জবাব	উত্তর
ঝ	
ঝাঁক	দল
ঢ	
ঢালু	নিচু
ত	
তৃণলতা	ঘাস ও লতা
থ	
থেকে থেকে	একটু পর পর
দ	
দরদি	যার দরদ বা ভালোবাসা আছে
ধ	
ধার	কিনার, তীর

ন

নবান্ন	পিঠা ও পায়েস খাওয়ার উৎসব

প

পার্ক	বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান
পাখা	ডানা
পরাগ	ফুলের রেণু
পাঠশালা	স্কুল
পহেলা	প্রথম
পরিখা	খাল
পুচকে	ছোট

ব

বিশ্বযুদ্ধ	দুনিয়া জুড়ে যে যুদ্ধ
বাহারি	নানা রকম
বুনি	বানাই

র

রুপালি	রুপার মতো চকচকে
রোজ	প্রতিদিন

শ

শিস	সুরেলা ডাক

স

সঞ্চয়	জমা
সোনালি	সোনার মতো রং
সেথা	সেখানে

ষ

ষড়	ছয়

হ

হাঁটুজল	হাঁটু সমান পানি
হাঁক	ডাক দেওয়া

সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

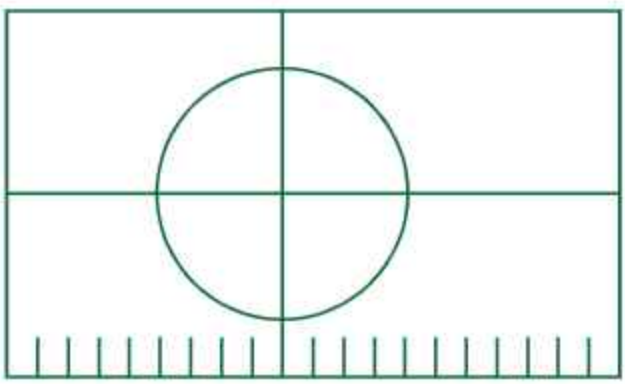

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' X $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, দ্বিতীয় শ্রেণি–বাংলা

পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য